আর শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের প্রধান বন্ধু ছিলেন তিনি মথুরার রাজধানী হইতে তাড়িত হইয়া গুজরাটে দ্বারকা নামক নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন। কুরুবংশের প্রধান সেনাপতি এই কএক জন যথা তাঁহারদিগের পিতৃব্য ভীষ্ম ও অতিযোদ্ধা এবং ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব দ্রোণাচার্য্য ও মদ্রদেশাধিপতি শল্য এবং অঙ্গদেশাধিপতি কর্ণ। ঐ কর্ণ পাণ্ডবদের ভ্রাতা ছিলেন, যখন পাণ্ডুর সহিত তাঁহার জননীর বিবাহ না হইয়াছিল তখন সূর্য্যহইতে তাঁহার উৎপত্তি হইয়াছিল এই সকল সেনাপতি ক্রমে২ যুদ্ধে হত হইয়াছিলেন এই যুদ্ধ অষ্টাদশাহে শেষ হইয়াছিল এবং এতৎযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট অন্য২ বিবরণ মহাভারতে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে ॥

যুধিষ্ঠির এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ কিছু কালপরে আপনাদিগের রাজত্ব ত্যাগ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন পরে সেই স্থানে তাঁহারা পঞ্চত্ব পাইয়াছিলেন ॥

তদনন্তর অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিত রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন পরে তাঁহার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছিল ॥

তাঁহার পুত্র জনমেজয় ঐ রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকটে মহাভারত পাঠ হইয়াছিল। আর

শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু অর্জুন সর্বাপেক্ষায় অতিসাহসী ছিলেন যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিকতা ও সত্যবাদিতাতে এবং ভীম শক্তিতে বিখ্যাত ছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র ছিল তাঁহাদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন তিনিই রাজ্যাধিকারী ছিলেন ॥

লোকেরা পাণ্ডু পুত্রদের ধূর্ত্ত বলিত কিন্তু যখন তাঁহারা দলপুষ্ট হইলেন তখন যমুনা তীরের কতকস্থান পাইয়া তাহাতে ইন্দ্রপ্রস্থ নামক নগর স্থাপিত করিলেন ঐ নগর দিল্লীতে কিম্বা তাহার নিকটে হইবে ॥

হস্তিনাপুরের ও ইন্দ্রপ্রস্থের রাজগণের পরস্পর বিবাদ হওয়াতে কুরুক্ষেত্রে এক ঘোরতর সংগ্রামে ঐ বিবাদ নিষ্পত্তি হইয়াছিল সেই যুদ্ধে দুর্য্যোধন এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ হত হইয়াছিলেন তৎপরে পাণ্ডবদের সমুদায় রাজ্য হইয়াছিল ॥

ভারতবর্ষের অনেক রাজা ঐ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং গণনাতে বোধ হয় যে প্রদেশ সকল অল্পপ্রশস্ত ও অনেকাংশ হইয়াছিল এবং দোয়াব্‌দেশের উপরিভাগ দুই অংশ হইয়াছিল আর গঙ্গাতীরে হস্তিনাপুর নগর যমুনাতীরস্থ ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে স্থাপিত ছিল।

আর শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের প্রধান বন্ধু ছিলেন তিনি মথুরার রাজধানী হইতে তাড়িত হইয়া গুজরাটে দ্বারকা নামক নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন। কুরুবংশের প্রধান সেনাপতি এই কএক জন যথা তাঁহারদিগের পিতৃব্য ভীষ্ম ও অতিযোদ্ধা এবং ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব দ্রোণাচার্য্য ও মদ্রদেশাধিপতি শল্য এবং অঙ্গদেশাধিপতি কর্ণ। ঐ কর্ণ পাণ্ডবদের ভ্রাতা ছিলেন, যখন পাণ্ডুর সহিত তাঁহার জননীর বিবাহ না হইয়াছিল তখন সূর্য্যহইতে তাঁহার উৎপত্তি হইয়াছিল এই সকল সেনাপতি ক্রমে২ যুদ্ধে হত হইয়াছিলেন এই যুদ্ধ অষ্টাদশাহে শেষ হইয়াছিল এবং এতৎযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট অন্য২ বিবরণ মহাভারতে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে ॥

যুধিষ্ঠির এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ কিছু কালপরে আপনাদিগের রাজত্ব ত্যাগ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন পরে সেই স্থানে তাঁহারা পঞ্চত্ব পাইয়াছিলেন ॥

তদনন্তর অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিত রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন পরে তাঁহার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছিল ॥

তাঁহার পুত্র জনমেজয় ঐ রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকটে মহাভারত পাঠ হইয়াছিল। আর

গঙ্গার জলপ্লাবন হইয়া হস্তিনাপুর নষ্ট হওয়াতে নৃচক্ষুকে কাশ্মীরদেশে রাজধানী স্থাপন করিতে হইল। এবং পুরু বংশের শেষ রাজা ত্রিশঙ্কু তিনি নৃচক্ষু হইতে ২২ পুরুষ পরে জন্মিয়াছিলেন ॥

যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যে যদু তাঁহার দুই পুত্র ছিল যথা খোসথ্রী ও সেরাজজিৎ। ঐ সেরাজজিৎ বংশীয়েরা বড় সাহসী ছিল না কিন্তু খোসথ্রী বংশীয় পরিবারের অনেক শাখা প্রশাখা হইয়াছিল পরে ভ্রাজমান ও অন্বক এবং বিষ্ণু এই তিন হইতে ঐ শাখায় অনেকের উৎপত্তি হই য়াছিল ॥

উহার প্রথম শাখার রাজার নাম সূরসেন তিনি বসুদেব ও পৃথার পিতাছিলেন ঐ পৃথার বিবাহ পাণ্ডুর সহিত হইয়াছিল ॥

দেবক রাজার কন্যা দৈবকীর সহিত বসুদেবের বিবাহ হইয়াছিল অন্বক শাখায় দেবক রাজার জন্মহইয়াছিল পরে ঐ দৈবকী হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল ॥

এবং দৈবকীর ভ্রাতা উগ্রসেন তাঁহার পুত্র কংস তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করিয়াছিলেন ॥

যথন সুরসেন মরিয়াছিলেন তখন উগ্রসেন বসুদেবকে রাজ্য নাদিয়া বলক্রমে আপনি মথুরার রাজা হইয়াছিলেন এই নিমিত্তে শ্রীকৃষ্ণের সহিত কংসের শত্রুতা ক্রমাগত ছিল আর কংসকে ভবিষ্যৎ দৈববাণী হইয়াছিল যে বসুদেবের এক পুত্রের দ্বারা তোমার নাশ হইবে এতদর্থে বসুদেবের সকল পুত্রকে জাতমাত্রেই কংস বধ করিয়াছিলেন পরে অষ্টম গর্ভজাত পুত্র শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবামাত্র গুপ্তরূপে বসুদেব গোকুলে গোপমধ্যে তাঁহাকে রাখিয়াছিলেন ঐ গোকুল যমুনার পূর্ব্বধারে এবং মথুরা হইতে অধিক দূর নহে । পরে যখন শ্রীকৃষ্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন তখন কংসকে বধ করিয়া পৈতৃক রাজ্য লইয়াছিলেন ॥

পরে শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতে অল্পদিন রাজ্য করিয়াছিলেন কারণ কংসের শ্বশুর মগধের রাজা জরাসন্ধ তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি পশ্চিমে পলাইয়া গিয়া গুজরাটে দ্বারকা নামক একরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন ॥

ভারত বর্ষের পশ্চিমদেশস্থ ম্লেচ্ছের রাজা কালজবন জরাসন্ধকে আশ্রয় দিয়াছিলেন ॥

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সংগ্রামে অভয় দিয়াছিলেন পরে যখন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন তখন গৃহবিবাদ উপস্থিত হওয়াতে প্রায় যদুবংশ

তাবৎ নাশ হইয়াছিল পরে শ্রীকৃষ্ণকে এক ব্যাধ বনেতে মৃগভ্রমে বধ করিয়াছিল এবং দ্বারকা পুরী সমুদ্র দ্বারা প্লাবিতা হইয়াছিল ॥

অদ্যপর্য্যন্ত গুজ্‌রাটে দ্বারকা নামক এক প্রধান স্থান আছে এবং তথায় শ্রীকৃষ্ণের এক মন্দির আছে তাহাকে হিন্দুরা ঈশ্বরের পূজ্যস্থান বলিয়া মান্য করে ॥

ঐ মহাসংগ্রামের পরে ভারতবর্ষের উত্তম২ রাজ্য মগধের অধীন হইয়া অনেক বৎসর পর্য্যন্ত ছিল এবং পুরু বংশোদ্ভব জরাসন্ধ ঐ দেশের পরাক্রমী প্রথম রাজা ছিলেন এবং পাণ্ডু পুত্রেরা ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে রাজগৃহে বধ করিয়াছিলেন ॥

গয়ার নিকটে রাজগিরি নামক পর্ব্বতে অদ্যপর্য্যন্ত ঐ ভগ্ন অট্টালিকা সকল দর্শন হয় এবং জরাসন্ধের পুত্র তদনন্তর ঐ দেশের রাজা হইয়াছিলেন এই প্রকারে ঐ বংশের বিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত তদ্দেশের রাজা হইয়াছিলেন ॥

ঐ বংশের শেষ রাজা রিপুঞ্জয় ছিলেন তাঁহাকে তাঁহার মন্ত্রি শুনিখ বধ করিয়াছিলেন এবং আপন পুত্র প্রাদিয়তাকে সিংহাসনোপবেশন করাইয়াছিলেন ॥

ঐ সময়াবধি কতদিন পর্য্যন্ত রাজারা রাজ্যশাসন করিতে পারিবেন তাহার নিয়ম হইয়াছিল প্রাদিয়তা এবং অন্য চারিজন রাজারা ১৩৮ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন ।।

তৎপরে অন্য বংশীয় শিশুনগ প্রথম রাজা হইয়াছিলেন ঐ বংশের দশজন রাজা ক্রমাগত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন ।।

কথিত আছে যে ঐ পূর্ব্বোক্ত রাজবংশীয়েরা ৩০০ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্যাধিকারী ছিলেন ঐ কালে ডেরাইয়স্ হিষ্টাস্পিস্ নামক একজন পারসদেশস্থ বাদশাহ ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ আক্রমণ করিয়া স্বাধীন করিয়াছিলেন ঐ পশ্চিম ভাগের পরাজিত প্রজারা তাঁহাকে আট লক্ষ টাকা কর দিত এবং পূর্ব্বোক্ত বাদশাহের উত্তরাধিকারি জরাক্শেষকে গ্রীস্ দেশ আক্রমণ কালীন এক লক্ষ সৈন্য তদুপকারার্থ দিয়াছিলেন ।।

জরাক্শেষ বাদশাহের রাজ্যকালীন ধর্ম্মবিষয়ক এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্ত হইয়াছিল এবং মগধদেশে সুধন্বা রাজার পুত্র শাক্যসিংহ কিম্বা গৌতম বৌদ্ধমত স্থাপিত করিয়াছিলেন ঐ মতাবলম্বি লোকেরা বেদ গ্রাহ্য করেনা

ও জাতি প্রভেদ করেনা এবং পুত্তলিকা পূজা করেনা। বহুশত বৎসর পর্য্যন্ত এইমত প্রচলিত ছিল কিন্তু খ্রীষ্ট জন্মের ৭০০ শত কিম্বা ৮০০ শত বৎসর পরে বৌদ্ধমত ভারতবর্ষ হইতে অদৃশ্য হইয়া জৈন্‌দিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তির্ব্বৎ ও ভোটান ও চীন ও শ্যাম ও বর্ম্মা দেশস্থেরা অদ্যপর্য্যন্ত তাহাকে প্রধান করিয়া মানে॥

এই ক্ষত্রিয় বংশের শেষরাজা মহানন্দ হইয়াছিলেন তাঁহার ঔরসে ও শূদ্রাগর্ব্ভে নন্দের জন্ম হয় তিনি মহানন্দের পর রাজ্য পাইয়াছিলেন এবং সেই সময়াবধি মগধের রাজারা শূদ্র বংশ হইয়াছে॥

নন্দরাজার নয়জন পরিবার ক্রমিক রাজা হইয়াছিলেন তাঁহারা একশত বৎসর রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ঐ বংশের রাজাকে চানক্য নামক একজন ব্রাহ্মণ বধ করিয়া নন্দরাজার কুটুম্ব চন্দ্রগুপ্ত নামক এক ব্যক্তিকে রাজসিংহাসনে আরোহণ করাইলেন॥

চন্দ্রগুপ্ত কোন সময়ে রাজ্যকরিয়াছিলেন তাহা গ্রীক্ দেশের গ্রন্থকর্ত্তাদের আশ্রয়ে আমরা নির্ণয় করিয়া বলিতে পারি কারণ গ্রীক্‌দেশস্থ গ্রন্থকর্ত্তাদিগের মধ্যে তাঁহাকে সেণ্ডকোপ্টস্ বলিত সিলিউকস্ নিকেটর আলেক্‌জেণ্ডর

দিগেুট্ বাদশাহকে পারস্ দেশের উত্তরাধিকারী করিয়া ভারতবর্ষের রাজ্য প্রশস্ত করিয়াছিলেন । আর চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার বন্ধু ছিলেন তিনি তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া পঞ্চাশটা হস্তী বৎসর২ তাঁহাকে দানকরিতে স্বীকারকরিয়াছিলেন এবং চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীর নাম পলিবোত্র সেই স্থানের নিকটে গঙ্গা ও শোণভদ্র নদী একত্র হইয়াছে তৎস্থান বর্ত্তমান পাটনা হইতে বিস্তর দূরনহে। ঐ রাজধানীতে মিগাস্থিনিস্ নামক একজন সিলিউকসের দূত কিছুকাল বাসকরিয়াছিল । হিন্দুরা ঐ স্থানকে পাটলিপুত্র কিম্বা কুসুমপুর কহে এবং মিগাস্থিনিস্ ঐ স্থানকে নগর জ্ঞান না করিয়া শিবির বোধ করেন খ্রীষ্ট জন্মের ২৯২ বৎসর পূর্ব্বে ঐ চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুহয় ॥

প্রায় ইহার৪০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীস্দেশের রাজা আলেক্জেণ্ডর বাহাদুর ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাংশ আক্রমণ করিয়াছিলেন আর পঞ্জাবের অনেক প্রধান২ লোকেরা তাঁহাকে কাশ্মীরের রাজাকরিয়া মানিত এবং গ্রীকেরা তাঁহাকে আবিসেরিস্ কহে ॥

হিডেস্পিস্ নদীর পূর্ব্বতীরে আলেক্জেণ্ডর পূরুবংশীয় পোরস্ রাজাকে যুদ্ধে পরাজিতকরিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি শতদ্রু নদীর তীরপর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন

সেই সময়ে তাঁহার সৈন্যেরা আর অধিকদূর যাইতে অসম্মতহইলে তিনি সিন্ধু নদীতীরদিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধিতহইয়াছিলেন এবং নিয়ার্কস্ নামক এক সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহার জাহাজ সকল সিন্ধু নদীতে লইয়া গেল এবং সৈন্যেরা বনপথদিয়া পারস্দেশে গেল পরে জাহাজ সকল সমুদ্রদিয়া তথায় গেল ।

আলেক্জেণ্ডরের প্রত্যাগমনের পর গ্রীকেরা ব্যাক্ট্রিয়া নামক দেশে এক নূতন রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিল ঐ স্থানের রাজারা পঞ্জাবের অনেক ভাগ শাসনকরিয়াছিল আর ও তাহারা সিন্ধুনদীতীরে ও গুজরাট্দেশে বাস করিয়াছিল ॥

ব্যাক্ট্রিয়া দেশের রাজ্য১৩০বৎসর তাহাদের অধীনে ছিল তৎপরে তাতার দেশের লোকেরা ঐ রাজ্য স্বাধীন করিয়া লইল এবং খ্রীষ্টজন্মের পর ১০০বৎসর পর্য্যন্ত সিন্ধুনদীর উৎপত্তিস্থান অবধি ঐ দেশ তাহারা শাসনকরিয়াছিল ॥

চন্দ্রগুপ্তের বংশের নাম মর্য্যাস্ তাঁহারা দশজন ১৩৭ বৎসর কিম্বা খ্রীষ্টজন্মের ১৫৫ বৎসর পূর্ব্বে ক্রমিক রাজ্য করিয়াছিল ॥

সঙ্গো নামক দশজন রাজা তাহার পর খ্রীষ্টজন্মাবধি ৪৩ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্যকরিয়াছিল তাহার প্রথম রাজার

নাম পোষমাত্রী তিনি তাঁহার পূর্ব্ব রাজাকে বধকরিয়া সিংহাসন লইয়াছিলেন ॥

রাজমন্ত্রীরা এবং ভৃত্যেরা মগধদেশীয় রাজাদের পদচ্যুত এবং বিনাশ পুনঃ২ করিতে লাগিল এই নিমিত্ত ঐ রাজ্য ধ্বংসহইয়াগেল ॥

এই সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে বিক্রমাদিত্যের প্রাদুর্ভাবে অবন্তী কিম্বা উজ্জয়নী রাজ্য প্রধানহইয়াছিল ॥

এই রাজা বিদ্বান্‌লোকের সাহায্যকারকছিলেন এবং তাঁহার সভায় ধন্বন্তরী ও ক্ষপণক ও অমরসিংহ ও শঙ্কু ও বেতালভট্ট ও ঘটকর্পর ও কালিদাস ও বরাহমিহির এবং বররুচি এই নয়জন পণ্ডিতছিলেন তাঁহাদিগকে নবরত্ন বলাযায় কিন্তু তিনি সিথিযান্ জাতিদিগকে পরাজয় করিয়া ভারতবর্ষের অনেক উপকারকরিয়াছিলেন এই জয়দ্বারা তাঁহার নাম সাধারিহইয়াছিল । খ্রীষ্ট জন্মের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য রাজা হইতে সম্বৎ গণনার সৃষ্টি হয় ॥

বিক্রমাদিত্য রাজার পরে অবন্তীর রাজ্যের গৌরব নাশ হইয়াছিল তদনন্তর দক্ষিণ দেশীয় পারত্রিক স্থানের

রাজা শালিবাহন ঐ রাজ্যের অতিখ্যাত রাজাহইয়া ছিলেন ॥

তৎকালে এই রাজার নামব্যতিরেকে আর কিছু শুনা যায়নাই। খ্রীষ্টজন্মের ৭৬ বৎসর পরে ঐ রাজাহইতে শক্ গণনার সৃষ্টি হয় ॥

যদবধি গজনন্দেশের বাদশাহ মহম্মদ্সুল্তান্ ভারতবর্ষ স্বাধীন নাকরিয়াছিলেন তদবধি ভারতবর্ষ ধর্ম্ম বিষয়ক বিবাদে ও রাজবিবাদে খণ্ড২হইয়া রহিয়া ছিল তাহা খ্রীষ্টজন্মের সহস্র বৎসরে হয় ॥

খ্রীষ্টজন্মের একশত বৎসর পরে বিক্রমাদিত্য রাজার নিমিত্তে শিক্ জাতিরা দলবদ্ধহইয়া ভারতবর্ষ পরাজয় করিতে নাপারিয়া তাহারা ক্রমে২ নানা দলহইয়া ভারত বর্ষের অন্য২ ভাগে বিস্তৃতহইয়া পড়িল। অযোধ্যাবধি মারোয়ার পর্য্যন্ত ইহারা অসংখ্য রাজপুত্ জাতি দের পূর্ব্বপুরুষ ছিল। ঐ জাতির একশত লোকের নির্ণয় করিতে পারাযায় প্রাচীন গাথাতে কহে যে উহার মধ্যে ৩৬ জন পরহীরা ও প্রমর ও চলু এবং চোহান এই আদি চারিবংশ হইতে উৎপন্নহইয়াছে। ইতিহাসে কহে যে বশিষ্ঠ মুনি আবু নামক পর্ব্বতে অগ্নিকুণ্ড হইতে মন্ত্রদ্বারা ঐ চারিজন যোদ্ধার উদ্ভব করেন ॥

চন্দ্রবংশীয়েরা গুজরাটে বাসকরিয়াছিল এবং তাহাদের প্রধান রাজধানীর নাম আন্হীল্ কিম্বা পাঠান্ মুসল্মান্দিগের রাজ্য আক্রমণ করণের পূর্ব্বাবধি তাহারা রাজ্যকরিয়াছিল। আর পরহীরা মারোয়ার দেশে বসতি করিয়াছিল ও প্রমরেরা মালোয়ার পশ্চিমভাগে অবস্থিতিকরিয়াছিল। ১১০০ বৎসর হইল দ্বারনামক দেশের রাজা ভোজদেব যিনি বিদ্বান্লোকদের সাহায্য করিতেন তিনি প্রমর জাতিছিলেন। চোহান্বংশীয়েরা পূর্ব্বদেশে ছিল। এতদ্ভিন্ন রাজপুত্ জাতিরা অনেকে বিখ্যাতছিল এবং ভ্রমক্রমে তাহাদিগকে অন্যবংশীয় বলাযায়। যেমন মারোয়া কিম্বা ঔদ্পুর দেশীয় গ্রাহিলুট্ রাজাদিগকে শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লবহইতে উদ্ভূত কহা যায়। এহাঁর একজন বংশ কমরাসন্ ভারতবর্ষের উত্তর লোকট্নামক দেশ হইতে পৃথিবীসৃষ্টির ১৪৫ বৎসর পরে সৌরাষ্ট্র দেশে বাসকরিয়াছিলেন। সল্মর দেশের জাঠনামক জাতিরা এবং কচ্দেশের জারিজাস্ নামক জাতিরা কহে যে আমরা যদুবংশ হইতে উৎপন্নহইয়াছি। জোৎপুরের রাঠোর রাজারা কহে যে শ্রীরামচন্দ্রের অন্য পুত্র কুশ তাঁহাহইতে আমরা উদ্ভবহইয়াছি। এবং মুসল্মান্দের রাজ্য কালীন ও তৎপূর্ব্বক একশত বৎসরে ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশস্থ কবিরা বর্ণনাকরিয়াছেন যে কনৌজদেশের রাঠোর নামক রাজারা হিরণ্যকশ্যপ

দৈত্যের সন্তান । ভিন্ন২ ইতিহাসকর্ত্তাদের ইতিহাসে সকল বিষয় ঐক্য হয়না কিন্তু রাজপুত্ জাতিদের যুদ্ধ পরিচ্ছদ ও তৎরীতি এবং সংগ্রামসৌরভ এই কএক বিষয় সকল গ্রন্থকর্ত্তার মতেই ঐক্য হয় ॥

পুরাতন ভারতবর্ষের রাজ্য সম্পকীয় ইতিহাস দ্বারা জ্ঞাতহওয়াগিয়াছে যে ভারতবর্ষ অসংখ্য ক্ষুদ্রুরাজা দিগের মধ্যে বিভক্তছিল তাঁহারা সর্ব্বদা পরস্পর বিবাদ করিবাতে স্বদেশীয় কিম্বা বিদেশীয় শত্রুদের আক্রমণে প্রজাসকল নির্ভয়ে থাকিতে পারিতনা ॥

অগ্নিপ্রভৃতি পঞ্চভূতকে অর্চ্চনাকরা হিন্দুদিগের আদিধর্ম্ম এবং পরমেশ্বরের সত্ত্ব ও রজ এবং তম এই তিন গুণে উদ্ভবহইয়াছেন যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এবং মহেশ্বর তাঁহাদিগকে সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালক এবং সংহার কারক বলিয়া লোকেরা পূজাকরে ইহাই বেদে লিখিত আছে। জ্ঞানিলোকেরা দ্রব্য ও আত্মা এইউভয় বিষয়ক বিবেচনা করিয়াছেন এবং গ্রীস্‌দেশের উপদেবতার ন্যায় অনেক খ্যাতলোক দেবতার মধ্যে গণনীয়হইয়াছেন । চারি কিম্বা পাঁচ শত বৎসর হইল দেবতা বিষয়ক এই প্রকার পরিবর্ত্ত হইয়াছে ॥

প্রাচীনকালে হিন্দুরা ব্যাকরণ বিদ্যাতে বহু মনো

যোগ করিয়াছিল এবং সংস্কৃতভাষাতে বহুবিষয়ের অনেক অংশ সম্পূর্ণ রূপে আছে। গ্রীক্ ও লাটিন্ ভাষার ব্যাকরণের সহিত এই ব্যাকরণের অনেক ঐক্য হয় । এতদ্ভিন্ন আর ও জ্ঞানশাস্ত্রে বহুদিনাবধি হিন্দুরা মনোযোগ করিয়াছিল ॥

বোধহয় যে জ্যোতির্বিদ্যা তাঁহাদের অতিপ্রাচীন কিন্তু তাঁহাদের আকাশস্থ দ্রব্যবিষয়ক আলোচনার্হ গ্রন্থ নষ্টহইয়াছিল আর বিক্রমাদিত্য রাজার সময়ে প্রথমে ও উত্তমরূপে কবিতারচনার সৃষ্টিহইয়াছিল এবং খ্রীষ্টজন্মের অনেকদিন পরে তদ্রূপ অনেক কবিতা রচিত হইয়াছিল ।।

হিন্দুদিগের মধ্যে জাতি প্রভেদ অতি অদ্ভূত এবং পুরাতন কালে জাতি প্রভেদ সচরাচর ছিল তদ্রূপ পারস্‌দেশে ও মিসররাজ্যে ছিল ক্রমে২ ঐ সকল দেশে তাহা লোপ হইয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষে জাতিভেদ অভাবনীয় ইতি ॥

॥ দ্বিতীয়পাঠ ॥

॥ চীন্‌দেশের বিবরণ ॥

সর্ব্বদেশাপেক্ষায় চীন্‌দেশে প্রথমে ধারানুরূপ রাজশাসনছিল ॥

চীন্‌দেশের প্রথম রাজার নাম ফোহাই তিনি কোন সময়ে রাজ্যকরিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়রূপে নিরূপণ হয়নাই ॥

কোন২ গ্রন্থকর্ত্তা অনুমান করিয়াছেন যে তিনি নোয়া নামক ব্যক্তির সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন কেহবা কহে যে খ্রীষ্টজন্মের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিতছিলেন কিন্তু চীনেরা কহে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের ইতিহাসে সময়ের নিরূপণ ছিলনা ॥

২২ রাজবংশীয়েরা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত চীনে দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন ॥

সু নামক তৃতীয় বংশের রাজার সময়ে চীন্‌দেশ ক্ষুদ্র২ রাজ্যদ্বারা বিভক্তহইয়াছিল এবং স্বজাতীয় বিবাদে তদ্দেশস্থেরা ব্যাকুলহইয়াছিল ॥

চতুর্থ রাজবংশীয় সমসীন্ এবং মোর রাজারা অতিশয় পরাক্রমীছিল এবং তদ্দেশীয় চীন্‌ভাং রাজা খ্রীষ্ট জন্মের ২৫ বৎসর পূর্ব্বে সমুদয় চীন্‌দেশের খণ্ড২ রাজ্য একত্র করিয়াছিলেন ॥

পূর্ব্বোক্ত রাজার রাজ্য কালীন চীন দেশের মহা প্রাচীর গ্রন্থন সমাপ্তহইয়াছিল ঐ প্রাচীর উত্তরদিক্ হইতে তাতার জাতির আক্রমণ নিবারণার্থে নির্ম্মিত হইয়াছিল ও তাহা

পর্ব্বতের উপরদিয়া ও নদীমধ্যদিয়া ৫০০শতক্রোশ দীর্ঘ। ও তাহার উচ্চতা কোন২ স্থানে ১৫ অবধি ৩০ ফিট্‌আছে কিন্তু এমত পরিসর যে ছয়জন অশ্বারোহী ঐ প্রাচীরের উপরদিয়া সমভাবে যাইতে পারে। তাহার উপরে স্থানে২ অনেক বুরুজ্ আছে এবং উত্তরদিকের প্রধান ২ পথে নগরের দ্বার আছে ॥

ষষ্ঠ হ্যান্‌বংশীয় রাজারা খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব্বে ২০৬ বৎসরাবধি এবং খ্রীষ্টজন্মের ২২০ বৎসর পর পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিল ॥

ঐ সকল রাজার সময়ে চীন্‌মহারাজ্য অত্যন্ত প্রশস্ত হইয়াছিল উত্তরদিকে বোখারাপর্য্যন্ত এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে টঙ্কিন্ ও কচিন্‌চীনা। এবং ভারতবর্ষের লোকদের সহিত চীন্‌রাজ্যস্থদের প্রথম সংসর্গ হইয়াছিল এবং পৃথিবীসৃষ্টির ৬৫ বৎসর পরে বৌদ্ধমত চীন্‌দেশে প্রথম প্রবেশ হয় ॥

খ্রীষ্টজন্মের ৫০০ বৎসর পরে ৬০০বৎসর আরম্ভাবধি চীনদেশ দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছিল পরে সংযোগ হইয়া দশতশ্রবৎসরের আরম্ভ পর্য্যন্ত বহু রাজবংশের রাজাদের শাসনে ছিল ॥

চীন্‌দেশের উত্তরদিকে ঐ সময়ে প্রধান রাজবংশ থান জাতিরা বাস করিয়াছিল ঐ বংশীয়েরা তিব্বৎ দেশ পর্য্যন্ত স্বাধীন করিয়াছিল ॥

এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষীয় রাজাদের সহিত চীন দেশের রাজাদের পরস্পর দূত প্রেরণ হইত। এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম ঘোষণার্থে অনেক ব্যক্তি সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার অনেক পুস্তক লইয়া জলস্থল উভয় পথদিয়া ঐ চীন্‌দেশে গমন করিয়াছিল সেই সকল পুস্তক তদ্দেশীয় ভাষায় বিশেষতঃ তিব্বৎ দেশীয় ভাষায় ভাষান্তর হইয়াছিল ॥

পুরাতন কালে চীন্ দেশস্থেরা সর্ব্বদা স্বদেশীয়দের সহিত এবং প্রতিবাসি তাতারজাতিদের সঙ্গে বিবাদ নিমিত্তে অন্য দেশ সকল আয়ত্ত করিতে অশক্ত হইয়াছিল গ্রীকেরা ও রোমাণেরা ঐ দেশের নামমাত্র জানিত ও ঐ দেশের শিল্পবিদ্যা এবং রেসম বিলাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং চীনদেশের প্রাচীনধর্ম্ম কেবল পরমেশ্বরের আরাধনা করা এবং অর্চ্চনার কোন২ ধারা তাহাদের মধ্যে ছিল তাহারপরে তথায় বৌদ্ধমত প্রবেশ হইল। কিন্তু তাহা রজ্জেজ্ কিম্বা পুরোহিত দ্বারা নষ্ট হইয়াছিল এবং সাধারণ লোকেরা পুত্তলিকা পূজাকরিতে রতছিল পূর্ব্বে তথায় শাস্ত্রবিদ্যা ও অন্য২ বিদ্যা প্রচলিতছিল এই সকলবিষয়ে কন্‌ফিউসিয়স নামক একব্যক্তির বাক্য

অতিমান্য হইত ইনি খ্রীষ্ট জন্মের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন চীন্‌দেশে বহু কালাবধি ইতিহাস লিখনের অনেকচর্চ্চা আছে এবং তাহা অতিশয় মান্য। ইতিহাস লিখিবার নিমিত্ত বাদশাহ একসভা স্থাপিতা করিয়া অনেক গুলিনলোক তথায় নিযুক্ত করিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেক রাজার রাজ্যকরণের বিবরণ লিখিয়া রাখেন ॥

পৃথিবীসৃষ্টির ৯৭৬ বৎসর পরে ক্যাপেযু নামক একব্যক্তি সং বংশীয়ের প্রথম রাজা হইয়াছিলেন তিনি এবং তাঁহার পরবর্ত্তি রাজারা তাতারদের আক্রমণ দমন করিয়াছিলেন ॥

চীন্‌দেশের নবমরাজার সময়ে নিউচি কিম্বা মাঞ্চু নামক তাতার জাতিরা উত্তর প্রদেশ সকল জয় করিয়াছিল এবং তাহারা কিণ্টিসংরাজাকে চীনিয়ার দক্ষিণে লিওগান্ নামক দেশে তাঁহার রাজধানী কায়ফংকূ নামক দেশহইতে স্থানান্তরেস্থাপিতকরিতে বাধিত করাইলেন ॥

জঙ্গীসখাঁর বংশেরা মাঞ্চুদের পরাক্রম খর্ব্ব করিয়াছিলেন এবং জঙ্গীসখাঁর পৌত্র কোব্‌লাখাঁয়ের রাজ্যকালীন সং বংশীয় শেষরাজা পিটিল্ নামক একব্যক্তি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সমুদ্রে মগ্নহইয়া পৃথিবী সৃষ্টির ১২৭৯ শাব্দের পর পঞ্চত্ব পাইলেন ॥

কোব্লাখাঁ ও তদ্বংশীয়দের শাসনকালীন চীন্ দেশ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং ঐ বংশীয়েরা চীন্ দেশেতে ইউএন্ বংশীয়দের সংস্থাপিত করিল। ঐ বংশীয়দের পরাক্রম খর্ব্ব হওয়াতে পৃথিবীসৃষ্টির পর ১৩৬৮ শালে নীচকুলোদ্ভব টৈট্সিউ নামক একব্যক্তি অনেক সৈন্য লইয়া ঐ দেশ আক্রমণ করিয়া রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন তৎপরে মিংরাজবংশের উৎপত্তি হইল ॥

ঐ বংশের ১৭ জনরাজা ক্রমিক রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন তাহাদিগের শাসনকালে রাজ্যের বিস্তার হইয়াছিল। সংবংশের রাজ্য শাসনের শেষ সময়ে মাঞ্চুজাতিরা বলবন্তহইয়া রাজ্যে নানা প্রকার দৌরাত্ম্যকরিয়া তাহাদিগকে বিরক্ত করিয়াছিল এবং মিংবংশীয় শেষরাজা সাংচিং পঞ্চত্ব পাইলে ঐ মাঞ্চুরা পৃথিবীসৃষ্টির ১৬৪৩ বৎসরপরে চীন্দেশ অধিকার করিল ইতি ॥

॥ জ্ঞানোদয় ॥

৭ সংখ্যা ।

প্রথম পাঠ ।

পারস্ রাজ্যের বিবরণ ।

পারস্‌দেশের প্রথমরাজবংশের নাম পেস্‌ড্যাডিয়ন্ তদ্বংশের প্রথমরাজার নাম কেউমর্স তিনি স্বদেশীয় লোকদিগকে সভ্য করিয়াছিলেন । ঐরাজ্যের প্রধাননগরের নাম বাক্ ।

এইক্ষণে যেস্থানে পারস্‌দেশ সংস্থাপিত আছে পূর্ব্বকালে তাহার পূর্ব্বাংশেও পূর্ব্ব উত্তরাংশে স্থাপিতছিল এতদর্থে যদবধি পারস্‌দেশের রাজা মিডিয়া ও এসেরিয়াদেশ জয় না করিয়াছিলেন তদবধি ঐ রাজ্য ইউরোপে বিখ্যাত ছিলনা । ঐ রাজ্যের প্রধাননগর বালিক্ কিম্বা বক্ এই নিমিত্ত কখন২ তাহাকে ব্যাক্‌ট্রিয়া বলাযাইত কিন্তু পূর্ব্ব দেশীয় বিবরণ বক্তারা তাহাকে ইরান্ রাজ্য বলিতেন । ঐ রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তি রাজ্যে নূতন তাতারদের কিঞ্চিদংশ ছিল

এবং পূর্ব্বকালের সিথিয়া রাজ্যকে বিবরণবক্তারা তুরান বলিত আর ঐ তুরান রাজ্যস্থদের সহিত ইরান রাজ্যবাসিদের পরস্পর বিরোধ হইত। ঐ উভয় রাজ্যস্থেরা বিরোধ বিষয়ক কিম্বা সন্ধি নিমিত্তক কথোপকথন পেলিবিভাষায় লিখিত ছিল তাহা পারস্‌দেশে পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল ফর্দুসাই নামক এক বিবরণবক্তা এই সকল বিবরণ একত্র করিয়া পুনর্ব্বার পারস্‌ভাষাতে নানা অলঙ্কার দিয়া কবিতা করিয়াছিলেন সেই গ্রন্থের নাম সানামা কিম্বা রাজাবলী হইয়াছিল।

সন্তান অবর্ত্তমানে কেউমর্স্সের মৃত্যু হইলে তাঁহার পৌত্র হোসেঙ্গ রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন ঐ ব্যক্তি বিদ্যায় ও ধর্ম্ম বিষয়ে অতিখ্যাত ছিলেন।

হোসেঙ্গ মরিলেপর তামুরাজ্‌ রাজ্যাধিপতি হইয়াছিলেন তিনি দৈত্যদিগকে যুদ্ধে জয় করাতে দিওবন্দ অর্থাৎ দৈত্য বন্ধক নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ডিব কিম্বা ডিওস্‌ হিন্দুর রাক্ষসদের ন্যায় ছিল ইহারদের কথা পুরাতন পারস্‌বিবরণে লিখিত আছে তাহারা বনে এবং পর্ব্বতে বাস করিত কখন২ সভ্যলোকেরা উহাদের সহিত যুদ্ধ করিত।

তামুরাজ্‌ বাদ্‌শাহের ভ্রাতৃপুত্র জেম্‌সিদ্‌ রাজা হইয়া পার্সি

পলিস্ নামক প্রধানরাজধানী স্থানান্তরে করিলেন অদ্য পর্য্যন্ত পারস্‌দেশের লোকেরা ঐ স্থানকে তক্তুজেম্‌সিদ্ অর্থাৎ জেম্‌সিদের রাজ সিংহাসন বলে।

ঐ সময়ে পারস্‌দেশে চারি প্রকার জাতি ছিল। তাহার প্রথম জাতিরা প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষছিল এবং ব্যবস্থা সকল নির্ধার্য্য করিত। দ্বিতীয় জাতিরা ঐ রাজ্যের বিবরণ লিখিত এবং রাজকীয়বিষয়ের উপরে কর্তৃত্ব করিত। তৃতীয় জাতিরা যোদ্ধাছিল এবং চতুর্থ জাতিরা কৃষি ও শিল্প এবং বাণিজ্য কর্ম্মাদি করিত।

বিদেশীয় জোহাক্ নামক একব্যক্তি জেম্‌সিদ্‌কে কাটিয়া রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন ও তিনি নগরস্থলোকসকলের উপর দৌরাত্ম্য করিয়া নিষ্ঠুর রূপে শাসন করিয়াছিলেন।

পরে কেওয়া নামক একজনকর্ম্মকার ঐ রাজ্য আক্রমণ করিল ঐ যুদ্ধের শেষে জোহাকের মৃত্যু এবং পরাভব হইয়াছিল এবং ফেরিডন্ নামক এক রাজপুত্র সিংহাসনাধিকারী হইয়া ছিলেন।

কাবাপরিচ্ছদ নানা অলঙ্কারে ভূষিত ছিল তাহাই পারস্ দেশের রাজকীয় শক্তির চিহ্ন এই প্রকার পরিচ্ছদ মহম্মদের যুদ্ধ পর্য্যন্ত চলিত ছিল তাহার পর ঐ পরিচ্ছদ মেক্কার রাজা কালিফ্‌ওমারের নিকট জয়সূচক দ্রব্যের ন্যায় প্রেরিত হইয়া ছিল।

ফেরিডনের পৌত্র মেনৌচিহা রাজা হইলেপর তাঁহার পুত্র নৌজর তদুত্তর রাজা হইয়াছিলেন তিনি তুরাণের রাজা আফ্রাসায়েবের দ্বারা আক্রমিত হইয়া যুদ্ধে পরাভব হইলে কাটা পড়িয়াছিলেন।

আফ্রাসায়েব পারস্ রাজ্য ১২ বৎসর শাসন করিয়াছিলেন তদনন্তর তৎদেশস্থ প্রধান লোকেরা একত্র হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া জু নামক একরাজপুত্রকে ঐ রাজ্যাধিপতি করিয়াছিল।

তাহার পর পেস্ড্যাডিয়ন্ রাজ বংশের শেষ রাজা করসাস্প রাজা হইয়াছিলেন।

তিনি কয়কোয়াবাদ্ কেয়ানিয়ন্ রাজ বংশের প্রধান রাজা ও মেনৌচিহার বংশে জন্মিয়াছিলেন তিনি আফ্রাসায়েবের রাজার শক্তি হ্রাস করণ নিমিত্ত তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া পারস্দেশ স্বাধীন করিলেন।

তাহার পর কেইকোয়াস্ নামক যিনি রাজা হইয়াছিলেন তিনি অত্যন্ত লোভী এবং দুরদৃষ্টবন্ত ছিলেন বটে কিন্তু জেলের পুত্র রাস্টেম্ সৈন্যাধ্যক্ষের শক্তিদ্বারা নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

কেইকোয়াসের পুত্র সাইএওয়াস্ পিতৃঅত্যাচার করিয়া তুরান্দেশে পলায়ন করিয়াছিলেন তথায় যাইবামাত্র সমাদর

পাইয়াছিলেন বটে কিন্তু শেষে তথাকার রাজা এফ্রিজিয়র তাঁহাকে হত্যা করিলেন।

তাঁহার পুত্রকে ঐ প্রকার বধকরণের আজ্ঞা হইয়াছিল তাহাতে একজন রাখাল তাঁহাকে সংগোপনে রাখিয়া প্রতিপালন করিয়াছিল। পরে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পারস্‌দেশে পুনর্ব্বার আগমন করিলেন তথায় পিতামহের সহিত পরিচয়ানন্তর কেইখোস্‌রু কিম্বা সাইরস্‌দিগ্রেট্‌ এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ঐ রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন।

সাইরস্‌ পূর্ব্বদিকে তুরান এবং ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন পরে তিনি মাতৃরাজ্য মিডিয়াও প্রাপ্ত হইলেন তাঁহার মাতা এস্‌টাইডিজের কন্যাছিলেন এবং পশ্চিম এসিয়া শীঘ্র স্বাধীন করিয়াছিলেন।

সাইরসের পুত্র ক্যাম্‌বাইসিস্‌ পিতৃমরণানন্তর রাজ্যাধিপতি হইয়া মিসর দেশ আক্রমণ করিয়া জুপিটর এম্‌নন্‌ দেবতার মন্দির নষ্ট করিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন কালীন তরবারেরকোষ বিনির্মুক্ত হইয়া উরুদেশে আঘাত লাগাতে তাঁহার মৃত্যু হইল।

মেজিয়ন্‌ ইস্‌মর্ডিস্‌ ছলক্রমে সাইরসের পুত্র হইয়া এবং আমার নাম সাইরস্‌ বলিয়া তথাকার বাদ্‌শাহ হইয়াছিলেন

কিন্তু তাঁহার ঐ ছল প্রকাশ হওয়াতে লোকেরা তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া বধ করিয়াছিল ।

ডেরাইয়স্ হিস্টাস্পিস্ নামক আর এক ব্যক্তি রাজবিরুদ্ধের পরামর্শক রাজা হইয়াছিলেন । তাঁহার রাজ্যকালীন জরদষ্ট কিম্বা জোরাস্টর দ্বারা পারস্‌দেশে অগ্নিরপূজা প্রচার হইয়াছিল ।

ডেরাইয়স্ অতিযোদ্ধা ও লোভী রাজপুত্র ছিলেন তিনি ভারতবর্ষে আত্ম পরাক্রম বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং এক দল সৈন্য লইয়া দেশের পশ্চিম ভাগ স্কিথিয়া কিম্বা থ্রেস্ দেশে গমন করিয়াছিলেন । বেবিলোন্ দেশের লোকেরা তাঁহার উপর আক্রমণ করাতে তিনি তাহাদের দেশ আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের প্রাচীর সকল ভগ্ন করিয়াছিলেন এবং কতক গুলিন অনধীন ও বলবন্ত আইওনিয়ন্‌দের এথিনিয়ন্ প্রতিফলদিবার আশ্রয় দিয়াছিল তাহার নিমিত্ত গ্রীস্‌দেশে অসংখ্য সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন ।

ডেরাইয়সের পুত্র জরাক্‌সেস্ স্বীয় পিতৃমুকুট প্রাপ্তহইয়া গ্রীক্‌দের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন । তিনি অনেক জাহাজ ও সৈন্য লইয়া গ্রীস্‌দেশ আক্রমণ করণে ঘোরতর সংগ্রাম হওয়াতে জাহাজ ও সৈন্য পরাজিত হইয়াছিল এবং প্রায় সকলেই নষ্ট হইয়াছিল ।

জরাক্সেসের সৈন্য গণনায় দশলক্ষ হইবে এবং শিবিরস্থ লোক ও বালক এবং স্ত্রী লোক প্রভৃতি সর্ব্বশুদ্ধা ৫০ লক্ষ হইবে।

জরাক্সেস্ স্বসৈন্যের এক জন অধ্যক্ষ দ্বারা হত হইয়াছিলেন তদনন্তর তাঁহার পুত্র আর্টাজরাক্সেস্ রঞ্জিমেনস্ রাজা হইয়াছিলেন তাঁহার আজানুলম্বিতবাহু ছিল পূর্ব্ব দেশের গ্রন্থকর্ত্তারা তাঁহাকে বামেন্ কিম্বা আর্ডেসার্ডিরাডেষ্ট কহিত তিনি ৪৮ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

তাহারপর গোলোযোগে কিছুকাল ক্ষেপণ করিয়াছিলেন তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জরাক্সেস্ কিছু দিন রাজ্য শাসন করিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ওখস দ্বারা হত হইয়াছিলেন। ঐ সর্ডিয়সেরও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ওখসদ্বারা হত হইয়াছিলেন। তদনন্তর ওখস্ রাজসিংহাসনাধিকার করিয়া ডেরাইয়স্ ওখস্ উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার পর তাঁহার পুত্র আর্টাজরাক্সেস্ নিমন্ রাজা হইয়াছিলেন তাঁহার ভ্রাতা সাইরস্ যিনি এসিয়ামাইনর দেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন তিনি রাজমুকুট লওনে ইচ্ছুক হইয়া বেবিলন্ দেশপর্য্যন্ত আসিবাতে যুদ্ধে পরাভব হইয়া কাটা পড়িলেন।

গ্রীক্‌দেশের একদল সৈন্য সাইরসের বেতনভুক্ হইয়া

ছিল তাহারা সাইরস্ মরিবামাত্র দর্পচূর্ণ করিবার নিমিত্ত পারস্‌দেশের মধ্যস্থল দিয়া পলায়ন করিল এথিনিয়ন্ সৈন্যাধ্যক্ষ জেনোফন্ দশ সহস্র সৈন্যের পলায়নের বিশেষ বিবরণ লিখিয়াছিলেন।

পারসের শেষ রাজার পুত্র ওখস্ তথাকার রাজা হইলেন। তিনি পারসের অধীনে ফিনিসিয়া এবং মিসর দেশকে রাখিলেন কিন্তু তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং সুখভোগী রাজা ছিলেন। ২৩ বৎসর রাজ্যশাসনেরপর ওখস্ স্বদেশীয় ধর্ম্ম অমান্য করণের দাদ্‌তুলিবার নিমিত্ত মিসর জাতীয় ব্যাগোয়াজ্ নামক এক জন মন্ত্রী তাহাকে বিষ ভক্ষণ করাইয়া বধ করিয়াছিলেন।

ব্যাগোয়াজ্ আর্সেস্ নামক রাজপুত্রকে রাজসিংহাসনে বসাইলেন কিছুকাল পরে তাঁহাকে বধ করিয়া ডেরায়স্‌কো ডোমেনস্‌কে রাজা করিলেন।

ঐ রাজার রাজ্য শাসনের দ্বিতীয় বৎসরে মেসিডনের রাজা আলেক্‌জেণ্ডর পারস্‌দেশ আক্রমণ করিলেন পরে গ্রানিকসে ও আইসনে এবং আর্বিলাতে তিনবার যুদ্ধকরিয়া ডেরাইয়স্‌কে পরাস্ত করিয়াছিলেন। উহার শেষযুদ্ধের পর ডেরাইয়স্ ব্যাক্‌ট্রিয়া দেশ সম্মুখ করিয়া পলায়ন করিলেন কিন্তু ব্যাক্‌ট্রিয়ার শাসনকর্ত্তা বিসেসর দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা রূপে খ্রীষ্টজন্মের

পূর্ব্বে ৩৩০ বৎসরে কাটা পড়িয়াছিলেন তাহারপর আলেক্জণ্ডর পারস্দেশ অধিকার করিয়াছিলেন।

আলেক্জণ্ডরর মৃত্যুর পর সিলিউকস্ নিকেটর নামক তাঁহার একজন সৈন্যাধ্যক্ষ পারস্দেশের রাজা হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার পৌত্রের রাজ্য কালে খ্রীষ্টজন্মের ২৫২ বৎসর পূর্ব্বে মিডিয়াবাসি লোকেরা পার্থিয়ান্ জাতীয় এসেক্ নামক এক ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়া গ্রীক্দের অধীনত্ব হইতে মুক্ত হইল।

ঐ কালাবধি খ্রীষ্টজন্মের পর ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত পারস্দেশের পশ্চিমাংশের দেশ পার্থিয়ান্ রাজারা শাসন করিত ঐ রাজারা এক্কানিয়ন্ কিম্বা এস্গেনিয়ন্ রাজবংশীয়ছিল।

ঐ সকলদেশ জয় করিতে রোমাণদের যে চেষ্টা ছিল তাহা ঐ সকল রাজারা নিবারণ করিয়াছিল। ক্রাসস্ নামক ট্রাইম্ভর অর্থাৎ রোমাণদের একজন অধ্যক্ষের অধীনে যে সৈন্যদল ছিল তাহাদিগকেও ঐ পার্থিয়ন রাজারা পরাজিত করিয়াছিলেন।

ভেণ্টিডিয়স্ নামক মার্কআন্তনির একজন সেনাপতি রোমাণদের পক্ষ হইয়া তাহাদের পরাজিত যুদ্ধের প্রতিফল দিয়াছিলেন কিন্তু রোমাণেরা স্বরাজ্যে বিবাদ করাতে তাহারদিগকে সম্পূর্ণ রূপে জয় করিতে পারিল না।

তথাপি তাহারা রোমাণদের যে আঘাতসহিষ্ণুতা করিয়া ছিল তাহাতে তাহাদের শক্তি এমত ন্যূন হইল যে অন্য২ ক্ষুদ্র রাজারা স্ফূর্ত্তিমান্ হইয়া আপনারা স্বাধীন হইল। ঐ সময়ের নাম লোকেরা মুলকালটোয়াকের সময় কহিত ॥

পারস্‌দেশের মধ্যে যে সকল গৃহ বিবাদ উপস্থিত হইয়া ছিল তাহা আর্ডিসরবেবিগান রাজাহওয়াতেই শেষ হইল। খ্রীষ্টজন্মের ২২৬ বৎসর পরে তিনি পারস্‌দেশের রাজাদের মধ্যে সেসানিয়ন্ রাজবংশীয়ের প্রথম রাজা ছিলেন।

আর্ডিসর পারস্‌দেশ আত্মাধিকার করিয়া এবং চৌদ্দ বৎসর শাসন করিয়া পরলোকগত হইলেন। খ্রীষ্টজন্মের২৪০ বৎসর পরে তাঁহার পুত্র সাপর ঐ রাজ্যাধিপতি হইলেন।

সাপর তাহার পিতৃ পদাভিষিক্ত হইয়া রোমাণদের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এবং তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাহাদের মহারাজা ভেলিরিয়ন্‌কে বন্ধি করিলেন।

ইহার পর ঐ রাজ্যে অনেকে২ রাজা হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের বিবরণ লিখিনে অধিক আবশ্যক ছিল না। এবং খ্রীষ্টজন্মের ২৯৬ বৎসর পরে নারসি কিম্বা নের্সস্ রাজা হইয়া আরমাণিদেশ অধিকার করিয়াছিলেন এবং প্রথমতঃ গেলিরিয়স্ নামক রোমাণ মহারাজাকে পরাজিতকরিয়াছিলেন

ঘটে কিন্তু অবশেষে আপনিও পরাভূত হইয়াছিলেন এবং তাবৎ এজারবিজন্‌দেশ জয়িকে দিতে বাধিত হইলেন।

নের্সাইসের পৌত্র দ্বিতীয় সাপর জন্মিবামাত্রেই রাজা হইয়াছিলেন এবং তিনি অতি খ্যাতাপন্ন রাজা ছিলেন ও তাঁহার পিতামহকর্তৃক যে সকল পরিত্যক্তদেশ ছিল তাহাও তিনি পুনরধিকার করিয়াছিলেন। তিনি আরমাণিদেশকে পুনর্ব্বার অধিকার করিলেন এতদ্ভিন্ন নিসিবিস্ নগর রোমাণ দের নিকট হইতে লইয়াছিলেন।

সেসেনিয়ন্ রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা বিহরম্ তাহার উপাধি গর কিম্বা বন্যগর্দ্দভ হইয়াছিল যেহেতুক ঐ পশু শিকার করিতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন তিনি খ্রীষ্টজন্মের ২২৩ বৎসর পরে রাজসিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন।

ঐ রাজা তাতার দেশীয়দের এক যুদ্ধ নিবারণ করিয়া ছিলেন। তিনি থিয়োডোসিয়স নামক্ গ্রীক্ রাজার সহিত এক মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা পশ্চাতে সন্ধিদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছিল। আরো কথিত আছে যে তিনি ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রিয় শিকারে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল কেননা তিনি অশ্বারোহণে এক অত্যন্ত গভীরগর্ত্তে পতিত হইলেন তাহা হইতে আপনি কিম্বা অশ্ব পুনরায় উত্থান করিতে পারিলনা।

বিহরমের রাজ্যের পর তাঁহার পুত্র ইজ্‌ডিজর্ড রাজা হইয়াছিলেন তিনি অত্যন্ত ধীর ও সচ্চরিত্র ছিলেন। তাঁহার মরণানন্তরে বিহরমের কনিষ্ঠ পুত্র হর্ম্মজ্‌ সিংহাসনারোহণ করিলেন।

ফিরোজ্‌ বিহরমের জ্যেষ্ঠ পুত্র ওয়াইট্‌হম্‌ দেশের খাঁখাঁর সহায়তাতে পারস্‌দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতাকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া অস্ত্রাঘাতে বধ করিলেন।

পারসদেশের রাজবর্গের মধ্যে ফিরোজ্‌ অতিখ্যাতাপন্ন রাজা ছিলেন তাঁহার দুইপুত্র পেলাস্‌ ও কোবাদের শাসনের পর কোবাদের পুত্র নৈসরয়াঁর উপাধি যাথার্থিক্‌ ছিল তিনি খৃষ্টজন্মের ৫৩১ বৎসর পরে সিংহাসনাধিপতি হইয়াছিলেন ঐ রাজা যথার্থতাতে ও দাতৃত্বে ও যুদ্ধে অতি নিপুণ ছিলেন ঈশানকোনে তিনি পারস্‌ রাজ্য অকসসনদীর কিয়ৎ দূরপর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পূর্ব্বসীমা সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত পশ্চিমসীমা মেডিটোরিয়ন্‌ সমুদ্রের তীরপর্য্যন্ত ও সিরিয়া ও পালেস্টিন্‌ ও আরেবিয়ার এক অংশপর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার ছিল।

বৌজর্ঘচেমির নামক এক জন নৈসরয়াঁর মন্ত্রী তিনি আপন প্রভুহইতে সুখ্যাতিতে হ্রস্ব ছিলেননা বিডপে কিম্বা

বজুর্য়া নামক পারস জাতীয় একজন চিকিৎসককে পঞ্চতন্ত্র কিম্বা হিতোপদেশের আদিগ্রন্থ আনিবার কারণ ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছিলেন তাহা তিনি পেলিভি ভাষাতে ভাষান্তর করিয়াছিলেন আর ভারতবর্ষহইতে শতরঞ্চখেলা পাইয়া ছিলেন এই ক্রীড়া এবং ঐ পুস্তক বেদপার ইতিহাসের ন্যায় তৎকালাবধি পশ্চিম আসিয়া ও ইউরোপের জাতিরা জ্ঞাত হইয়াছিল।

নৈসরয়াঁর পুত্র হর্ম্মজ্ বিহরম্ নামক তাঁহার একজন সেনাপতিদ্বারা তিনি স্বপদচ্যুত হইয়াছিলেন তাহার পুত্র খোস্রুপরভেজ্ গ্রীকদের মহারাজা মরিশের নিকটে পলায়ন করিয়াছিলেন ঐ মহারাজা একদল সৈন্য সম্বলিত করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার স্বদেশে পাঠাইলেন তাহারদ্বারা তিনি পুনর্ব্বার রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন।

খোস্রুপরভেজ প্রথম ছয়বর্ষ সুখে রাজ্য শাষন করিয়া ছিলেন কিন্তু আর ছয় বৎসর অন্য২ দেশস্থশত্রুরা তাঁহার দেশ লুট করিয়াছিল। এবং তাঁহার পুত্র সিরাই তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া বধ করিয়াছিল।

সিরাইয়ের মৃত্যু হইলে পর চারি বৎসর রাজা ছিল না এবং রাজমুকুটাভিলাষিদের মধ্যে কেহই অধিক দিন রাজ্য ভোগ করে নাই। আর খ্রীষ্টজন্মের ৬৩২ বৎসর পরে

সারওয়ারের পুত্র ইজ্‌ডিজর্ড নামক একজন সামান্যব্যক্তিকে লোকেরা রাজা করিয়াছিল কেননা কথিত ছিল যে তিনি খোসরো পরভেজর বংশে জন্মিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টজন্মের ৬৩৬ বৎসর পরে স্যেদবেন্‌ওকাস নামক ওমারের একজন সেনাপতি একদল মুসলমান সৈন্য সমভিব্যাহারে পারস্‌দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন তিনি কদ্‌সি নামক স্থানে পারস সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাহারদিগকে পরাজয় করিয়া পারস্‌দেশে চলিলেন।

ইজ্‌ডিজর্ড রী নামক স্থানে পলায়ন করিয়া ১৫০০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। আরবদেশের সৈন্যেরা নেহাভাগু নামক স্থানের প্রান্তরে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং পারস্যদের অনেক সেনা নষ্ট করিয়া দ্বিতীয়বারে পরাজিত করিয়াছিল। ঐ ইজ্‌ডিজর্ড মরভ নামক স্থানে পলায়ন করিলেন ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে তিনি খুন হইলেন। কালিফের পরাক্রম পারস্‌দেশে দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইয়াছিল এবং সেই কালিফ মুসলমান ধর্ম্ম তৎকালাবধি মানিত। খ্রীষ্টজন্মের ৬৪১ বৎসর পরে নেহাভাগু নামক স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল।

পারস্‌দেশ এক স্বেচ্ছাপ্রভুত্বকারী রাজার দ্বারা শাষিত হইত যেহেতুক ঐ দেশের সমূদয় ইতিহাস পুস্তকের মধ্যে এই রূপ দৃশ্য হয় এবং রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারির নির্দ্ধার্য্য থাকিতনা। আর পুনঃ২ ক্রমিক বিরোধ হওয়াতে ঐ

রাজ্য অত্যন্তক্ষীণ ও ছিন্নভিন্ন হইয়াছিল এবং সেট্রাপস অর্থাৎ দেশস্থ প্রধান২ ব্যক্তিরা অথবা শাসনকর্ত্তারা আপন২ স্বাধীনতার চেষ্টা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন পূর্ব্বকালের পারস্দেশস্থ লোকেরদের রীতির শরলতাতে তাঁহারা অতিখ্যাত্যাপন্ন ছিল এবং আরো কথিত আছে যে তাঁহারা বাল্যবস্থাতে অশ্বারোহণ করিতে ও বাণ নিঃক্ষেপ করিতেও সত্যবাক্য কহিতে শিক্ষা করিতেন। এবং রাজবংশীয়েরা ও প্রধান২ ব্যক্তিরা লম্পটতাতেও উত্তম পরিচ্ছদপরিধানে অতিশয় রত ছিল। আদি পারসস্থদের ধর্ম্ম এই ছিল যে তাহারা গ্রহপূজা করিত কিন্তু ডেরাইয়সহিষ্টাস্পিস্ কিম্বা গষ্টাস্পের রাজ্য কালে জর্ডষ্ট কিম্বা জোরাষ্টরের দ্বারা অগ্নিপূজা অথবা পঞ্চভূতের পূজাকরণ মত স্থাপিত হইয়াছিল এবং যদবধি মুসলমানেরা রাজ্যাধিকার না করিয়াছিল তদবধি ঐ বিধি প্রচলিত ছিল ঐ মুসলমানেরদের যুদ্ধ সময়ে তাড়িত জিবর্স ও পার্সিস্ লোকেরা অদ্যাবধি সেই মতাবলম্বীআছে। এই ধর্ম্ম ব্যবস্থার রীতী রচিত হইয়া জেণ্ড ভাষায় এবেষ্টা কিম্বা জেণ্ডআব এবেষ্টা নামক পুস্তকে লিখিত আছে। ঐ জেণ্ডভাষা পারসদের ধর্ম্ম ভাষা যদ্রূপ হিন্দুদের সংস্কৃত ভাষা এবং সংস্কৃতের সহিত সেই ভাষার অনেক ঐক্যতা আছে। মনস আনকুইটিল ডু পেরনের দ্বারা ফরাসি ভাষাতে তাহা তর্জমা হইয়াছিল। আদি গ্রন্থকর্ত্তাদের দ্বারা যে সকল বার্ত্তা ব্যক্ত আছে তাহা ব্যতিরিক্ত মুসলমানেরদের জয়

হওনের পর অনেক পারসী ও আরবী গ্রন্থকর্ত্তারা ঐ দেশের বিবরণ লিখিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য সারজন মালকমেরকৃত পারস্‌দেশের বিবরণ পুস্তকে পাওয়া যাইতে পারে।

প্রথম দুইজন কালিফেটেরদের রাজত্ব সময়ে পারস্‌দেশ মুসল্‌মানেরদের দ্বারা পরাভূত হইয়াছিল এবং মেরোয়াণ রাজা হওনের পূর্ব্বে বহু কালাবধি ঐ দেশ দেমাস্কদেশের রাজাদের অধীনে ছিল এই সময়ে মহম্মদের এক জন পিতৃব্যের সন্তানদের নিমিত্তে খোরাসান নামক স্থানে এক যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল এবং আলি কিম্বা আবদুল্লা এবাল্ এবাস্‌সেফা অর্থাৎ নিষ্ঠুর উপাধি পাইয়া কালিফ্ হইয়াছিলেন।

তাঁহা হইতেই ঐ রাজ বংশের নাম এবাসাইড্ হইয়াছিল এবং ঐ বংশের মধ্যে ৩৭ জন রাজা ৮০০ বৎসরপর্য্যন্ত বাগ্দাদের কালিফ হইয়াছিলেন।

ঐ বংশের প্রথম রাজারা অতিশয় পরাক্রমী ছিল এবং এসিয়া মাইনর ও সিরিয়া ও মিসর ও আফ্রিকা ও পারসী এবং তুরুক্ দেশ সকল স্বাধীন করিয়াছিল আর গ্রীক্ রাজাদিগের কর দিতে তাহারা বাধ্য করাইয়াছিলেন। হারানাল্ রসিদ কিম্বা হারাণ্ যথার্থিক পঞ্চম কালিফ্ সারলমেনরাজার সমকালীন ছিলেন তাঁহার রাজসভার সৌন্দর্য্যেতে ও বিদ্যা

বৃদ্ধি করাতে ও নীতি বাক্যে এবং ইতিহাসে তিনি খ্যাত্যা পন্ন ছিলেন।

হারাণের পুত্র আলামিন্ তৎপরে রাজা হইয়াছিলেন পরে তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতা আল্ম্যামন্ এই উভয়ের মধ্যে এক যুদ্ধ হইয়াছিল ঐ সংগ্রাম খ্রীষ্ট জন্মের ৮১৩ বৎসর পরে আলামিনের মৃত্যু হওয়াতে ও আল্ম্যামন্ সিংহাসনারোহণ করাতে শেষ হইয়াছিল।

পূর্ব্বকালের কালিফ্ বর্গাপেক্ষায় আল্ম্যামন্ বিদ্যা বৃদ্ধি করণ বিষয়ে অতি খ্যাত ছিলেন যেহেতুক তাঁহার রাজ্য কালে অনেক পুস্তক গ্রীক্ ভাষাহইতে আরব্য ভাষাতে রচিত হইয়াছিল বিশেষতঃ এরেষ্টেটল্ ও টল্মি ও গেলেন্ ইহাদিগের লিখিত যে জ্ঞানশাস্ত্র ও খগোল বিদ্যা ও বৈদ্যক গ্রন্থ সকল তাহাও তৎকালে ভাষান্তর হইয়াছিল। খ্রীষ্টজন্মের ৮৩৩ বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

তৎপরে হারাণের অন্য এক পুত্র আল্মুতাসেম্ রাজা হইয়াছিলেন তিনি থিয়োপিলস্ নামক গ্রীক্ দেশীয় মহা রাজার সহিত বারম্বার সংগ্রাম করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার রাজত্ব অত্যল্পকাল ছিল কেননা খ্রীষ্টজন্মের ৮৩৮ বৎসর পরে তিনি পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

সেই সময়াবধি কালিফ্‌দের রাজপরাক্রম খর্ব্ব হইতে লাগিল। তাহারা মুসল্‌মান ধর্ম্মের অধ্যক্ষ বলিয়া অতিমান্য ছিল কিন্তু তাহারা বাগ্‌দাদ্‌ ও তাহার নিকটস্থ সকল স্থানে শক্তি প্রকাশ করিতে পারিত না এবং তাহাদের ঐ দুই স্থান অবশেষে অনধিকার হইল।

কালিফ্‌ উপাধির অর্থ প্রতিনিধি যে সকল লোকদের কালিফ্‌ উপাধিছিল তাহারা পৃথিবীতে মহমুদের প্রতিনিধি এই নিমিত্তে মুসলমান্‌ ধর্ম্মের অধ্যক্ষ হইয়াছিল।

খ্রীষ্টজন্মের পর ৮৬১ শালে দশম কালিফ্‌ মহমুদ আল্‌ উল্লার সময়ে আক্‌বেনল্লিস্‌ নামক একব্যক্তি ডাকাইতের দলের প্রধান অধ্যক্ষ এবং অতিখ্যাত যোদ্ধা হইয়া প্রায় সমুদয় পারস্‌দেশ জয় করিয়াছিলেন তাঁহার ভ্রাতা অমর তাঁহার পর রাজা হইয়াছিলেন কিন্তু সমন্‌ বংশীয় ইজ্‌মাইল্‌ নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে পরাজয় করিয়া খ্রীষ্টজন্মের পর ৯০১ শালে তাঁহাকে বন্দী করিয়া বাগ্‌দাদ্‌ নগরে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টজন্মের দশসহস্র বৎসর পরে পারস্‌দেশ ইজ্‌মাইলের সন্তান সামানি ও আলিবাইদিলেমা এই দুই রাজ বংশে বিভক্ত হইয়াছিল। সামানিরা উত্তর প্রদেশ সকল ও সমরকাণ্ড এবং বোখারা শাসন করিয়াছিলেন ও আলিবাই

দিলেমার বংশেরা দক্ষিণ প্রদেশ সকল ভোগ করিয়াছিল ও কালিফ্‌দিগকে নামমাত্র মান্যমান করিত।

খ্রীস্ট জন্মের একাদশ শতবৎসরে সল্‌জুক্‌ তুরুকেরা ইজ্‌লাম ধর্ম্ম নূতন অবলম্বন করিয়া পারস্‌দেশ আক্রমণ করিয়াছিল এবং তাহাদিগের সেনাপতি তোগরল্‌বেগ্‌ দশ শত পঞ্চান্ন শালে ষড়্‌বিংশতি কালিফ আল্‌কিম্‌কে এবং বাগ্‌দাদ্‌ নগরকে হস্তগত করিয়াছিলেন।

আল্‌প আর্সলান নামক ব্যক্তির জয়িসিংহ উপাধিছিল তিনি আত্মপিতৃব্যের পর রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং জর্জিয়া ও আর্মাণিদেশ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন ও কনষ্টান্‌টিনোপল্‌ রাজ্যের রোমানাস্‌ মহারাজাকে বন্দী করিয়াছিলেন এবং পশ্চিমদিকে এসিয়ামাইনর ও উত্তরদিকে খার্জিম্‌দেশ স্বরাজ্যের সহিত সংমিলিত করিয়াছিলেন দশ শত তিয়াত্তর শালে তিনি হত হইয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্র মালেক্‌সা তৎপরে রাজা হইয়াছিলেন তিনি দক্ষিণদিকে সিরিয়া এবং মিসরদেশ ও উত্তরদিকে বোখারা ও সমরকাণ্ডদেশ জয় করিয়াছিলেন তিনি বিংশতি বৎসর নিরুদ্বেগে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

এই বাদ্‌শাহ ও তাঁহার মন্ত্রি নেজামল্‌মুলুক্‌ বিদ্যার সাহায্য

কারক ছিলেন ও তাঁহার বর্ত্তমানসময়ে পঞ্জিকা শোধিত হয় হিজ্‌রী চারিশত একাত্তর বৎসর পরে ও খ্রীষ্টজন্মের দশ শত উনআশীবৎসর পরে জেলালিন্ শকের সৃষ্টি হয়।

মালেক্‌সার চারিপুত্র ক্রমেং রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন তাঁহার তৃতীয় পুত্র মহম্মদ অধিককাল মহোদ্যোগ পূর্ব্বক প্রথম ক্রূজেড্ যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার চতুর্থ পুত্র সাঞ্জার সল্‌জুকিয়ান্ রাজাদিগের মধ্যে অতি উত্তম রাজাছিলেন তিনি ১১৫৭ শালে পরলোক গত হইয়া ছিলেন।

তাঁহার মরণে সল্‌জুকিয়ান্ রাজাদিগের পরাক্রম খর্ব্ব হইয়াছিল তাহাতে তদ্দেশীয় রাজারা স্বাধীন হইয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন।

জঙ্গীসখাঁ মোগল্‌দের খাঁখাঁ ছিলেন তাঁহার সৈন্যেরা পারস্‌দেশ লুট করিয়াছিল ও তাঁহার পৌত্র হুলাকুর বর্ত্তমান সময়ে ঐ দেশ নিত্য রূপে পরাজয় হইয়াছিল হুলাকু বাগ্‌দাদ্ নগর যুদ্ধে লুট করিয়া উচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন এবং আবাস্ বংশীয় ৩৭ শেষ কালিফ্ আল্‌মতাসেম্‌কে ১২৫৮ শালে বধ করিয়াছিলেন।

হুলাকু আজরবিজান্‌দেশে মোরাগা নগরে রাজবাটী

স্থাপন করিয়াছিলেন ঐ স্থানে তিনি বিদ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে সাহায্য করিয়া মরণপর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন।

মোরাগাদেশে গ্রহাদিদর্শনার্থে এক স্তম্ভনির্ম্মিত আছে তথায় খগোলবিদ্যার পুস্তক সকল ছিল নছরুদ্দীন্ নীতি বিষয়ক আক্‌লক্‌নছরী নামক কেতাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাঁহার অধ্যক্ষতায় ঐ সকল খগোলীয় পুস্তক সংগ্রহ হইয়াছিল।

খ্রীষ্টজন্মের পর ১২৪৬ শালে অবাকা স্বপিতার পর রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারি ভ্রাতা নেকোদায়ি মুসল্‌মান্ হইয়া খ্রীষ্ট মতাবলম্বিদিগকে নিগ্রহ করিয়াছিলেন এতদর্থে তিনি সিংহাসনচ্যুত হইলেন এবং আর্গণ নামক তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র ১২৪৮ শালে রাজতক্তে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন।

জঙ্গীসখাঁ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিরা দেবার্চ্চক ছিল কিন্তু মোগলেরা খ্রীষ্টের মঙ্গলসম্বাদ ঘোষণার্থে প্রেরিত ব্যক্তিদিগকে সমাদর করিয়াছিলেন এবং মোগল্ রাজারা পশ্চিমের খ্রীষ্টমতাবলম্বি রাজা ও প্রধান যাজকদের সহিত মিত্রতা রাখিয়াছিলেন।

আর্গণের পুত্র কাইকতু এবং বাইদরখাঁ উভয়ে অল্প কাল অপযশস্বি রূপে রাজ্য করিলে পর গাজনখাঁ পারস্

দেশের রাজা হইয়াছিলেন । তিনি নূতন২ কতক গুলিন ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং চতুরতা পূর্ব্বক মুসল্মান্ হইয়াছিলেন আর খ্রীষ্ট মতাবলম্বি রাজগণের সহিত অতি প্রণয় করিয়াছিলেন ।

খ্রীষ্টজন্মের পর ১৩০৩ শালে গাজনখাঁর ভ্রাতা খোদাবন্দ রাজা হইয়াছিলেন তিনি সুল্তানীয়া নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং আলি মতাবলম্বী বলিয়া আপনাকে লোকদের নিকটে জানাইয়াছিলেন । তাঁহার পুত্র আবুসাইয়দ্ জঙ্গীসখাঁর বংশীয় পারস্দেশীয় শেষ মোগল রাজা ছিলেন ১৩৩৫ শালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল ।

হোলাকু বাদ্শাহের সময়াবধি আবুসাইদের বাদ্শাহী সময় পর্য্যন্ত অনেক খ্যাত্যাপন্ন গুণিলোক পারস্দেশে জন্মিয়াছিল । নছরুদ্দীন্ এবং জালালুদ্দীন্কে মোল্লানীরুমী বলা যাইত এই দুই গুণজ্ঞ ব্যতিরেকে সেখ্সাদি এবং হাফেজ্ সেইকালে বর্ত্তমান ছিলেন ।

পারস্দেশের আকূলতাবস্থা হওয়াতে তুরুক্দের আমির তৈমুরলঙ্গ অর্থাৎ খঞ্জ পারস্দেশ আক্রমণ করিবার উত্তম সময় দেখিলেন ১৩৮৪ শালে প্রথম আক্রমণে তিনি সুল্তানীয়া নষ্ট করিয়া ইস্ফাহান্ নগর লইয়াছিলেন দ্বিতীয়

আক্রমণে তিনি বাগ্‌দাদ্‌ নগর লইলেন এবং হেলিাকুর শেষ বংশীয় আমেদ্‌ দূরীকৃত হইয়াছিলেন।

তৈমুরের সন্তানেরা অনেক কালাবধি সমর কাণ্ডদেশে থাকিত এবং পারস্‌দেশের সকল প্রদেশে শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন তাঁহার চতুর্থ পুত্র সা রোখ এবং অলক্‌বেগ্‌ বিদ্যা বিষয়ক অত্যন্ত সাহায্যকারকছিলেন এই বংশের শেষ রাজা আবুসাইয়দ্‌ তুরুক্‌মান্‌দের প্রধান সেনাপতি তিনি ওসন্‌ হাসনের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন ১৪৬৮ শালে ওসন্‌ হাসন্‌ পারস্‌দেশ অধিকার করিয়াছিলেন।

ঐ বংশের প্রাধান্য বিস্তর দিন ছিলনা। আর্ডিবিল দেশের শিক্ষক সাইজমাইল সেখসাপিয়াদিনের বংশ ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ হাঁসন্‌ হোসেন্‌ তদনন্তর সাআইমেল পারস্‌দেশের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টজন্মের ১৫০ বৎসর পরে তিনি সেফাভিয়ন্‌ রাজবংশীয় প্রথম রাজা হইয়াছিলেন।

ইজমাইল কেবল আলীস্মরণে নিবিষ্ট থাকিতেন এবং ইজমাইল হইতেই পারস্‌দেশস্থেরা উৎসুক্‌সিয়া হইয়াছিল। পারস্‌দেশস্থেরা তাঁহাকে উন্মত্তের ন্যায় জ্ঞান করিত এবং তাঁহাকে সর্ব্বদা সাসিয়ান্‌ অর্থাৎ সিয়ারদের রাজা বলিত।

খ্রীষ্টজন্মের ১৫২৩ বৎসর পরে সাতামস্প পিতার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি তুরুক্‌দেশের মহারাজা সুলিম্যানের সহিত অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন ঐ সুলিম্যান পারস্‌দেশ দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অটমেনেরা তাহাদের জিত দেশ রক্ষা করিতে অশক্ত হইয়াছিল এবং সুলিম্যানের মৃত্যু হওয়াতে সাতামস্প পরাক্রমী শত্রু হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টজন্মের ১৫৭৬ বৎসর পরে সাতামস্প ৫৩ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যখন দিল্লীর রাজা হুমায়ন্‌ সারসা রাজারদ্বারা তাড়িত হইয়াছিলেন তখন ঐ সাতামস্প তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে এমত আশ্রয় পাইয়াছিলেন যে তিনি পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আসিয়া আপন রাজ্য স্বাধীন করিতে শক্ত হইয়াছিলেন।

সাতামস্পের পুত্রেরা রাজ সিংহাসন প্রাপ্তির নিমিত্ত পরস্পর বিরোধ করিয়াছিল কিন্তু কিছু কাল পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ মের্জা রাজা হইয়াছিলেন। তিনি খোরাসানের রাজার দ্বারা পুনর্ব্বার পদচ্যুত হইবাতে খ্রীষ্ট জন্মের ১৫৮৫ বৎসর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র এবাস্‌ তথাকার রাজা হইয়াছিলেন।

সাআবাস্‌ প্রধান উপাধি পাইয়াছিলেন এবং সেফা

ভিয়ন্ রাজগণের মধ্যে তিনি খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন । তিনি দেশস্থ প্রধান ব্যক্তিদিগকে সুধারা ও বশীভূত করিয়াছিলেন এবং অস্বেক্ তাতারদিগের উপদ্রব নিবারণ করিয়াছিলেন তাহারা প্রতিবৎসর পারস্দেশের ঈশান কোণস্থ সকল দেশ উচ্ছিন্ন করিত । তিনি এক মহা যুদ্ধে তুরুক্দের পরাভব করিয়াছিলেন এবং তুরুক্দের অধীনতাহইতে তাবৃজ্ ও জর্জিয়া ও কর্ডিস্টান্ এবং বাগ্দাদ্ দেশ সকল মুক্ত করিয়াছিলেন । অনন্তর খ্রীষ্টজন্মের ১৬২৮ বৎসর পরে সাআবাসের মৃত্যু হইয়াছিল ।

এই রাজার শাসন কালীন ইস্পাহান্ পারস্দেশের প্রধান নগর হইয়াছিল ঐ নগরে সাআবাস্ রাজবাটী ও মসিদ্ এবং অন্য২ বৃহৎ অট্টালিকা সকল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন । আলির গোর নেজাফেতে ও অষ্টম ইমাম্ আলিরেজার গোর মসিদেতে তিনি অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন । ধর্ম্মে তাঁহার উৎসাহ ছিল বটে কিন্তু তিনি খ্রীষ্টিয়ান্ মতাবলম্বিদিগকে পারস্দেশে গমন করিতে আশ্বাস দিয়াছিলেন এবং ইস্পাহানের এক অংশ আর্ম্মানিদিগের থাকিবার নিমিত্তে প্রদান করিয়াছিলেন । তাঁহার শাসন কালে বাণিজ্য অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল । সা আবাস্ তাঁহার মন্ত্রীর ও প্রধান লোকদিগের উপর অত্যন্ত নির্দয় ছিলেন এবং

আত্ম পরিবারের উপরও অতি নিষ্ঠুর ছিলেন তিনি আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অন্য পুত্রেরা তাঁহার রাজসিংহাসন বলক্রমে আক্রমণ করে এইসন্দেহে তাহাদিগকে অন্ধ করাইয়াছিলেন।

সাআবাসের পৌত্র সাসাফাই অনন্তর রাজা হইয়া ছিলেন তিনি অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ও নির্দয় এবং নিষ্ঠুর রাজা ছিলেন। খ্রীষ্টজন্মের ১৬৪১ বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে দ্বিতীয় আবাস্ রাজা হয়েন তাঁহার প্রধান দোষ এই যে তিনি প্রায় সর্ব্বদা মত্ত থাকিতেন কিন্তু অন্যং কালে ধীর ও যাথার্থিক হইতেন খ্রীষ্টজন্মের ১৬৬৬ বৎসর পরে তিনি পঞ্চত্ব পাইয়াছিলেন।

সুলিম্যান্ পিতৃ রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া অনেক কাল পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তৎকালে কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই। তিনি খ্রীষ্টজন্মের ১৬৯৪ বৎসর পরে মরিয়া ছিলেন। তাঁহার পুত্র হোসেন্‌মের্জা তদনন্তর রাজা হইয়া ছিলেন এবং তিনি পূর্ব্ব রাজগণকে আত্যন্তিক দ্বেষ করিয়া স্বকীয়মতের অনুরাগ করিয়াছিলেন এবং তিনি বিংশতি বৎসর নিরুদ্বেগে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন তদনন্তর মার্ভা ইস্ আফগানদের সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া কান্ধারদেশে হোসেন্ মের্জার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার সৈন্যপরাজয় করিয়াছিলেন।

মার্ভাইসের পুত্র মহম্মদ্ পারস্দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন তিনি খ্রীষ্টজন্মের ১৭২২ বৎসর পরে ইস্পাহান্ নামক রাজধানী স্বাধীন করিয়াছিলেন এবং রাজ্যের সহিত সাহোসেন্‌কে আত্ম অধীন করাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি স্বকীয় যোগ্যতাতে প্রথমতঃ রাজ্য করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুকাল পরে নিষ্ঠুরতাহেতুক রাজ্য শাসনে তাঁহার অখ্যাতি হইয়াছিল এবং খ্রীষ্টজন্মের ১৭২৫ বৎসর পরে তিনি পাগল হইয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছিলেন।

তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র আস্রফ্ তদনন্তর রাজা হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি যুদ্ধে পরাভব হইয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টজন্মের ১৭৩০ বৎসর পরে আফ্গানেরা সুল্তান্ হোসেনের পুত্র তামস্পের সেনাপতি নেড্রসার দ্বারা পারস্দেশ হইতে তাড়িত হইয়াছিল।

নেডর অত্যল্পকাল তামস্পোকে রাজসিংহাসন অধিকার করিতে দিয়াছিলেন কেননা খ্রীষ্টজন্মের ১৭৩২ বৎসরে তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া বদ্ধ করিয়াছিলেন তিনি তদনন্তর তাঁহার অতি শিশু এক পুত্রকে রাজা করিয়াছিলেন কিন্তু তিন বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে নেডরকে দেশস্থতাবৎ প্রধান লোকেরা খ্রীষ্টজন্মের ১৭৩৬ বৎসর পরে রাজা করিয়াছিলেন।

নেডরসা সৈন্যাধ্যক্ষতায় এবং অতিশয় জয় করাতে খ্যাত হইয়াছিলেন তিনি তুরুক্‌দের ও রুষিয়াদের নিকট হইতে রাজ্যস্থ প্রদেশ সকল মুক্ত করিয়াছিলেন ঐ দেশ সকল পূর্ব্ব বিরোধে তাহারা অধীন করিয়া লইয়াছিল তিনি আফ্‌গান্‌দের শক্তি হ্রাস করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন তথায় মহম্মদ্‌সাকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া দিল্লীর অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি মহারাজাকে তাঁহার নগর পুনর্ব্বার প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন এবং অনেক কর দেওনে অশক্ত হইয়া ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন।

এই পুস্তক জ্ঞানোদয় প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল ইং
তারিখ ৫ নবেম্বর সন ১৮৩২ শাল

॥ জ্ঞানোদয় ॥

৮ সংখ্যা ।

প্রথমপাঠ ।

গ্রীস্‌দেশের বিবরণ ।

পুরাতন কালে গ্রীস্‌দেশে ক্ষুদ্র২ অনেক স্বাধীন রাজ্য ছিল তাহার মধ্যে আর্গস্‌ ও এথেন্‌স ও ইস্পার্টা এবং থিবিস্‌ এই কএক রাজ্য অতি বিখ্যাত ।

গ্রীস্‌দেশ দুই মহাঅংশে বিভক্ত ছিল তাহার উত্তরাংশ মহাঁদ্বীপের এক ভাগ এবং দক্ষিণাংশ এক প্রায় দ্বীপ এই দুই মহাঅংশ এক শুড়িস্থান দ্বারা সংযুক্ত আছে ঐ মহাদ্বীপে থেসেলি ওআর্কেনিয়া ও ইটোলিয়া ও ডোরিস্‌ ও ফোসিস্‌ এবং লোকৃষের পূর্ব্ব ও পশ্চিমাংশ ও বিওসিয়া ও তৎপ্রধান নগর থিবস্‌ এবং এটিকা তৎপ্রধান নগর এথেন্‌স এই কএক দেশ আছে ঐ শুড়ি স্থানের নিকটে করিন্থ নামক দেশ আছে পূর্ব্বে গ্রীস্‌দেশের দক্ষিণ ভাগকে পিলোপনিসস্‌ বলা যাইত এইক্ষণে তাহার নাম মোরিয়া ইহার মধ্যে আকে

ৰ্ডিয়া ওএকেয়া ও আর্গোলিস্ ও লেকোনিয়া ও মেসেনিয়া এবং ইলিয়া এই কএক দেশ আছে এবং গ্রীসের উত্তরদিকে মেসিডোনিয়া এবং থ্রেস্ দেশ আছে।

প্রথমতঃ গ্রীস্‌দেশের লোকদিগকে পিলাসজাই বলাযাইত তাহারা অসভ্য জাতি ছিল এবং মৎস্য ধরিয়া ও শিকার করিয়া দিনপাত করিত।

ফিনিসিয়া এবং মিসর দেশ হইতে লোকেরা গ্রীস্‌দেশে আসিয়া তথাকার লোকদিগকে সভ্য করিয়াছিল।

॥ আর্গস্ রাজ্য ॥

গ্রীস্‌দেশে আর্গস্ অতিখ্যাতাপন্ন রাজ্য হইয়াছিল খৃষ্টজন্মের ১৮৫৬ বৎসর পূর্ব্বে ইনাকস্ নামক একজন পূর্ব্ব দেশ ভ্রমণকারী এই নগর পত্তন করিয়াছিলেন।

সিসিয়ন্ নামক দেশ ইহার পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু তাহা কখনও খ্যাত ছিল না।

কিছুকাল পরে ডেনেয়স্ নামক এক ব্যক্তি মিসর দেশ হইতে কতক গুলিন লোককে আর্গস রাজ্যে বসতি করাইয়া তথাকার রাজা হইয়াছিলেন।

ডেনেয়সের বংশে পর্সিয়স্ জন্মিয়াছিলেন তিনি মাইসিনি